দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1 SEP 1995
পৃষ্ঠা কলাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নূতন পদ্ধতি অনুসরণের সম্ভাবনা কম

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুপারিশ করিলেও ইহা কার্যকর করার ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য প্রদান করে নাই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নিজস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান সেখানে ভর্তির নূতন নিয়ম সম্পর্কিত সরকারের ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কিছু নিয়ম-নীতি রহিয়াছে। ইহার ভিত্তিতেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে বলা হইয়াছে, স্নাতক কলেজ ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া আগাম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে। মোট শূন্য আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শতকরা আরও ৫০ ভাগ আসনের জন্য একটি অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রণয়ন করিবে। ভর্তির জন্য কোন (২য় পৃঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও এই নিয়ম মানার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সুপারিশ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত হইতে চাহিতেছেন ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি করিবে? গতকাল এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চালু রহিয়াছে। আমরা ভর্তি প্রক্রিয়াকে আধুনিকী করণ করার কথা ভাবিতেছি। এই মুহূর্তে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করিতে হইবে। এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বলেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়া তুলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। তবে আমাদের পক্ষে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি বলেন, ধরা যাক, কলা অনুষদে সীট রহিয়াছে ১৬ শত ইহার ৪ অথবা ৫গুণ ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় বসানো যাইতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলিয়াছে। সম্ভব হইলে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি প্রক্রিয়া সমাধা করার কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিলে সভা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ প্রফেসর মোহাম্মদ শাজাহান বলেন, বুয়েটের শুরু হইতেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কাজেই নূতন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হইলে একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করিতে হইবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ৫৬০। প্রকৌশল অনুষদভুক্ত বিভিন্ন অনুষদে ৫১০টি আসনের জন্য প্রতি বছর সাড়ে ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর এ,টি এম জহুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ইমামুল হক গতকাল এক বিবৃতিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি করার সরকার গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে তাহারা বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপের শামিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কিভাবে হইবে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতেই নির্ধারণ করিবেন।

কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র-ঐক্যের নেতৃবৃন্দ গতকাল এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সরকার প্রস্তাবিত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতি বিরাজমান তীব্র ভর্তি সংকটের কোন সমাধান নয়। সরকার ভর্তি সংকটের মূল কারণ আড়াল করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে।